দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 24 JAN 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

শিক্ষার মান ও গবেষণায় বেহাল অবস্থা

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের রিপোর্ট

আনোয়ার আলদীন ॥ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও গবেষণাকর্মে ভাটা পড়িয়াছে। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে শিক্ষা সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হইবে। গত বুধবার জাতীয় সংসদে শিক্ষামন্ত্রী এ.এস.এইচ.কে সাদেক কর্তৃক পেশকৃত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের এক বার্ষিক প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গবেষণা ও শিক্ষার মানের অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রতিবেদনে গবেষণাকর্মকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে, মূলতঃ সীমিত বাজেট বরাদ্দের কারণেই গবেষণাকর্মের বেহাল অবস্থা। বাজেটে (২য় পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষার মান

(প্রথম পৃঃ পর)

সরকারী বরাদ্দের সিংহভাগই (৭২%) শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাবদ এবং অতি সামান্যই শিক্ষা ও আনুষঙ্গিক খাতে ব্যয় হইতেছে। আর মঞ্জুরি কমিশনের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদোন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ না করিয়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদের নিজস্ব নমনীয় নীতিতে পদ সৃষ্টি, নূতন নিয়োগ, পদোন্নতি ইত্যাদি প্রদানের ফলে বেতন ও ভাতাদি খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদ্যুৎ খাতেও অস্বাভাবিকভাবে খরচ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মঞ্জুরি কমিশন গবেষণার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কয়েকটি সুপারিশ পেশ করিয়াছে। ইহার মধ্যে রহিয়াছেঃ মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গবেষণা খাতে অর্থ যোগানোর উদ্দেশ্যে বিদেশী সাহায্য প্রতিষ্ঠান যথাঃ ফোর্ড ফাউন্ডেশন, বিশ্ব ব্যাংক ও এশিয়া ফাউন্ডেশনের নিকট প্রকল্প প্রস্তাব পেশ, কমিশনের বাজেটে গবেষণা খাতে ফলপ্রসূ ও গভীরতাপূর্ণ কিছু গবেষণার জন্য অন্ততঃপক্ষে ৫০ লক্ষ টাকার পৃথক একটি বাজেট বরাদ্দ নির্ধারণ করা, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করিয়া 'রিসার্চ-মনিটরিং সেল' প্রতিষ্ঠা করা-যে 'রিসার্চ মনিটরিং সেল'-এর দায়িত্ব হইবে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের অন্তর্গত কি কি বিষয়ের উপর গবেষণা হইতেছে, সেইগুলির তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

এদিকে খোদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে বেহাল অবস্থা চলিতেছে। ইহার মূলে রহিয়াছে উচ্চতর ডিগ্রী গবেষণা কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা, আর্থিক সংকট, মূল্যায়ন না করিয়া অভিসন্দর্ভ মাসের পর মাস ফেলিয়া রাখা, গবেষকদের ইংরেজী জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি। ১৯৯০ সাল হইতে এই অবধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ হাজার ৪শত ৮১জন ছাত্র-ছাত্রী এমফিল গবেষণায় ভর্তি হইলেও শেষ পর্যন্ত মাত্র ৭৯ জন গবেষণায় ডিগ্রী অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। পিএইচডি গবেষণার জন্য '৯১ সাল হইতে এই পর্যন্ত ৪১৮ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হইলেও ডিগ্রী অর্জন করিতে পারিয়াছে ১৩৯জন। পিএইচডি গবেষকদের প্রায় সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।

জানা গিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল গবেষণা কার্যক্রম দুই বছর এবং পিএইচডি গবেষণা কার্যক্রম তিন বছরের হইলেও বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে কোন গবেষণা ৪/৫ বছরের পূর্বে শেষ হয় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেহ কোন বিষয়ে গবেষণা করিতে চাহিলে নানান জটিলতায় ইহা শুরু করিতেই প্রায় এক বছর পার হইয়া যায়।